বাংলা ভাষা ও সাহিত্য

আধুনিক যুগ ০৭:

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

'উপন্যাস' হচ্ছে আধুনিকতম এবং সমগ্রতাস্পর্শী সেই শিল্প-প্রতিমা, যেখানে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয় জীবনের আদি-অন্ত; শিল্পিত স্বরগ্রামে উদ্ভাসিত হয় লেখকের জীবনার্থ আর তাঁর স্বদেশ-সমাজ-সমকাল। আধুনিক যুগে সমাজ ও প্রকৃতির বিরুদ্ধে ব্যক্তি-মানুষের যে সংগ্রাম তারই-মহাকাব্যিক রূপ হলো উপন্যাস। এ প্রসঙ্গে সমালোচক Ralph Fox তাঁর বিখ্যাত The Novel and the People গ্রন্থে বলেন-

'The novel is the epic-form of our modern , bourgeois society.'

'উপন্যাস' একটি সংস্কৃত শব্দ। সংস্কৃত মহাকবি কালিদাসের কাব্যে শব্দটির প্রথম প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। উপন্যাসের আক্ষরিক অর্থ 'কল্পিত কাহিনী'। তবে আধুনিক পরিভাষায় উপন্যাস শব্দটি অনেকগুলো বিষয়কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। তাই বলা যায় উপন্যাস মাত্রই কল্পিত কাহিনী, কিন্তু কল্পিত কাহিনী মাত্রই উপন্যাস নয়। বতর্মান যুগে 'উপন্যাস' কথাটির অর্থ ব্যাপক ও বিস্তৃত। সংস্কৃতে 'উপন্যাস' কথাটির ব্যুৎপত্তি এরকম **উপ-নি-অস+অ (ঘঞ)=উপন্যাস।** সুতরাং ব্যুৎপত্তিগত দিক থেকে উপন্যাসের অর্থ হলো 'উপস্থাপন'। তাই এই দিক থেকে উপন্যাসের সংজ্ঞা দেয়া যায় এ ভাবে-'বিশেষ নীতি ও নিয়মের মধ্যে নির্দিষ্ট পরিকাঠামোয় যে কাহিনী বিস্তৃত হয় তাই 'উপন্যাস'। তবে উপন্যাসের যথাযথ সংজ্ঞা দেয়া আদৌ সম্ভব নয়। কারণ, এর বিষয় ও উপস্থানগত বৈচিত্র্য। যদিও অনেক সাহিত্যতাত্ত্বিক উপন্যাসের সংজ্ঞা দেয়ার চেষ্টা করেছেন। তাই আমরা উপন্যাসের সংজ্ঞা নিণর্য়ের পাশাপাশি এর স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য নিরূপণের প্রয়াস পাব।

বাংলা '**উপন্যাস**' শব্দটির ইংরেজি প্রতি শব্দ হলো Novel. ইংরেজি এই Novel এর সংজ্ঞা দেয় হয়েছে এ ভাবে-

'a fictitious prose narrative or tale presenting a picture of a real life of the men and women portrayed.'

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

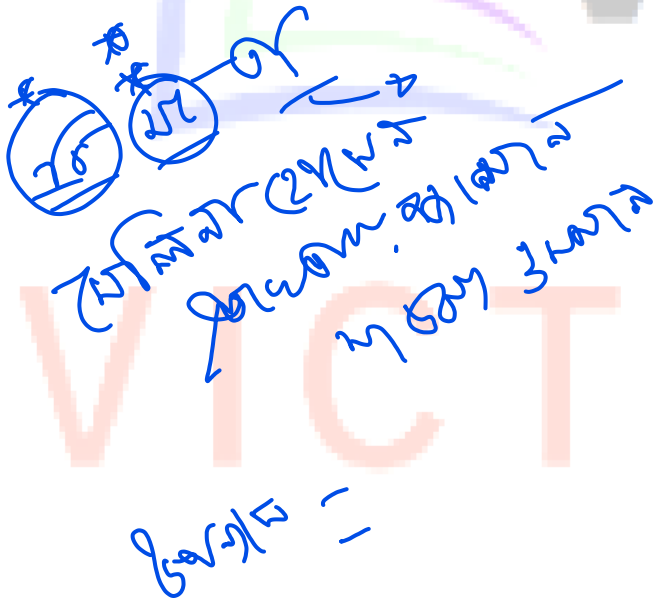

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলা সাহিত্যে প্রকৃতি, নান্দনিকতা, নিসর্গ, আর গ্রাম্য জীবনকে কেউ যদি সবচেয়ে নিখুঁতভাবে সাহিত্যে ফুটিয়ে তুলে আনেন, তিনি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। চরিত্রের উপস্থাপন, অতুলনীয় গদ্য আর দৈনন্দিন জীবনকে বাস্তবিকভাবে সাহিত্যে তুলে আনা থেকে ভাষার অপরূপ উপস্থাপন সবকিছু মিলিয়ে তার লেখা বিশেষ স্থান দখল করে নিয়েছে বাংলা সাহিত্যে। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিঃসন্দেহে বলা যায় প্রকৃতির জীবন শিল্পী। বাংলা কথা সাহিত্যের ব্যাপ্তিতে যার তুলনা পাওয়া ভার।

বাংলা আধুনিক কথাসাহিত্যে তিনি এসেছিলেন ধ্রুবতারার মতো করে। আমাদের সাহিত্যকে তিনি করেছিলেন সমৃদ্ধ। সাহিত্যকে যে অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য আর পাঠোপযোগী করে তুলেছেন তিনিই। এই অনবদ্য স্রষ্টার কলমে রচিত হয়েছে অপরাজিতা, পথের পাঁচালী, আদর্শ হিন্দু হোটেল, ইছামতী'র মত বিস্ময়কর উপন্যাস ও গল্প। যার লেখায় প্রেম, প্রকৃতি এবং আধ্যাত্মচেতনায় নিগুঢ় তত্ত্ব বিদ্যমান। রবীন্দ্রযুগের আগে ও পরে জীবন্ত অবস্থায় বাংলা সাহিত্যে যে কয়জন লেখক প্রবল পাঠকপ্রিয়তা পেয়েছিলেন এবং সে পাঠকপ্রিয়তা আজও বিদ্যমান আছেন তাদের মধ্যে তিনিও একজন। তিনি অন্য কেউ নন। এক নামে সবার মাঝে পরিচিত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

ভাগলপুরে চাকরি করার সময় ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি পথের পাঁচালী রচনা শুরু করেন এবং শেষ করেন ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে। তাঁর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো: অপরাজিত (১৯৩১), মেঘমল্লার (১৯৩১), মৌরীফুল (১৯৩২), যাত্রাবদল (১৯৩৪), চাঁদের পাহাড় (১৯৩৭), কিন্নরদল (১৯৩৮), আরণ্যক (১৯৩৯), আদর্শ হিন্দু হোটেল (১৯৪০), মরণের ডঙ্কা বাজে (১৯৪০), স্মৃতির রেখা (১৯৪১), দেবযান (১৯৪৪), হীরামানিক জ্বলে (১৯৪৬), উৎকর্ণ (১৯৪৬), হে অরণ্য কথা কও (১৯৪৮), ইছামতী (১৯৫০), অশনি সংকেত (১৯৫৯) ইত্যাদি।

পথের পাঁচালী বিভূতিভূষণের শ্রেষ্ঠ রচনা। প্রথম রচিত এই উপন্যাসের মাধ্যমেই তিনি বিপুল খ্যাতি অর্জন করেন। অপরাজিত পথের পাঁচালীরই পরবর্তী অংশ। উভয়গ্রন্থে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের ছায়াপাত ঘটেছে। প্রখ্যাত চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ রায় পথের পাঁচালীকে চলচ্চিত্রে রূপদানের মাধ্যমে তাঁর পরিচালক জীবন শুরু করেন এবং এর জন্য তিনি দেশিবিদেশী বহু পুরস্কার লাভ করেন। তিনি অপরাজিত এবং অশনি সংকেত উপন্যাস দুটি অবলম্বনেও অসাধারণ চলচ্চিত্র নির্মাণ করে প্রশংসিত হন। পথের পাঁচালী উপন্যাসটি ভারতীয় বিভিন্ন ভাষাসহ ইংরেজি ও ফরাসি ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

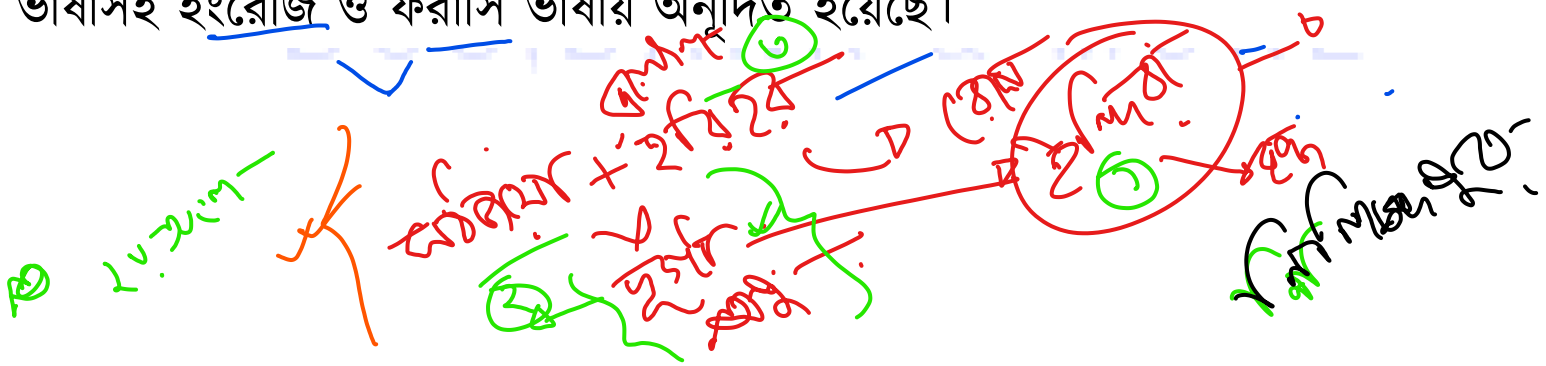

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

পথের পাঁচালী হল প্রখ্যাত সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত একটি বিখ্যাত উপন্যাস। বাংলার গ্রামে দুই ভাইবোন অপু আর দুর্গার বেড়ে ওঠা নিয়েই বিখ্যাত এই উপন্যাস। এই উপন্যাসের ছোটোদের জন্য সংস্করণটির নাম আম আঁটির ভেঁপু। পরবর্তীকালে বিখ্যাত বাঙালি চলচ্চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায় এই উপন্যাসটি অবলম্বনে পথের পাঁচালী (চলচ্চিত্র) নির্মাণ করেন যা পৃথিবী-বিখ্যাত হয়।[২]

সমগ্র উপন্যাসটি তিনটি খণ্ড ও মোট পঁয়ত্রিশটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। খণ্ড তিনটি যথাক্রমে **বল্লালী বালাই (পরিচ্ছেদ ১-৬**; ইন্দির ঠাকরুনের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে**), আম-আঁটির ভেঁপু (পরিচ্ছেদ ৭-২৯; অপু-দুর্গার একসাথে বেড়ে ওঠা**, চঞ্চল শৈশব, দুর্গার মৃত্যু, অপুর সপরিবারে কাশীযাত্রা চিত্রিত হয়েছে) ও অক্রূর সংবাদ (পরিচ্ছেদ ৩০-৩৫; অপুদের কাশীজীবন, হরিহরের মৃত্যু, সর্বজয়ার কাজের জন্য কাশীত্যাগ এবং পরিশেষে নিশ্চিন্দিপুরে ফিরে আসার কাহিনী বর্ণিত হয়েছে)।

হরিহর রায়, খুব ভালো ব্রাহ্মণ নন, নিশ্চিন্দিপুর গ্রামে থাকেন। হরিহর রায়ের দূর সম্পর্কের আত্মীয় ইন্দিরা ঠাকুর এসে হরিহরের বাড়িতে আশ্রয় নেন। তিনি এক বৃদ্ধ বিধবা, যার দেখাশোনা করার জন্য কেউ ছিল না। কিন্তু হরিহরের স্ত্রী সর্বজয়া ছিল একজন বদমেজাজী মহিলা, যিনি ইন্দিরাকে সহ্য করতে পারেন না। তাই বৃদ্ধাকে বসবাসের জন্য একটি কুঁড়েঘর দেওয়া হয়। তবে সর্বজয়ার ছয় বছরের মেয়ে দুর্গা, ইন্দিরা ঠাকুরকে খুব ভালোবাসে এবং ঘণ্টার পর ঘণ্টা তার সাথে বসে রূপকথা শুনে।

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

কিছুদিন পর সর্বজয়ার এক পুত্র হয়। সর্বজয়া, ইন্দিরা ঠাকুরকে হিংসা করতে থাকেন কারণ তিনি মনে করেন যে দুর্গা সর্বজয়ার চেয়ে ইন্দিরাকেই বেশি ভালোবাসে। তাই ইন্দিরা ঠাকুরকে সামান্য কারণে নির্মমভাবে কুঁড়েঘর থেকে বের করে দেওয়া হয়। অসহায় বৃদ্ধা তার মৃত্যুর মুহূর্তে আশ্রয়ের জন্য অনুরোধ করে, কিন্তু সর্বজয়া হৃদয়হীনভাবে না করে দেয় এবং বৃদ্ধা চালের গুদামে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে।

চার-পাঁচ বছর পর, সর্বজয়ার ছেলে অপু, প্রকৃতির সৌন্দর্য ও রহস্যের প্রতি অত্যন্ত কৌতূহলী ও সংবেদনশীল হতে থাকে। সে ও তার বোন দুর্গা সর্বদা নতুন নতুন দুঃসাহসিক কাজ, যেমন: জঙ্গলে ঘুরে বেড়ানো, আদিবাসী খেলায় অংশগ্রহণ করা এবং গোপনে ফুল ও ফল পাড়া প্রভৃতির জন্য বাইরে ঘুরতে বের হতে থাকে। অপু গ্রামের পাঠশালায় ভর্তি হয়, যেখানে গ্রামের অনেক প্রবীণ জড়ো হয়ে বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলে সময় কাটাত। অপুকে একদিন তার বাবা এক মক্কেলের বাড়িতে নিয়ে যায়। অপু এই প্রথম বাইরের জগতের ঝলক দেখতে পায় যা তার মনকে আনন্দ ও উত্তেজনায় ভরিয়ে তোলে। গ্রাম্য উৎসব, মেলা, যাত্রা ইত্যাদি গ্রাম্য জীবনের একচেটিয়া প্রবাহে বৈচিত্র্য ও রোমাঞ্চ নিয়ে আসে। অস্থির কিন্তু পুরোপুরি নির্দোষ মেয়ে দুর্গা হঠাৎ করে মারা যায়, যা পুরো পরিবারকে শোকে ডুবিয়ে দেয় এবং তার ছোটো ভাইকে একা করে দেয়। হরিহর দীর্ঘ সময়ের জন্য বাড়ি ছেড়ে চলে যায় ও জীবিকা অর্জনের জন্য মরিয়া হয়ে সংগ্রাম করতে থাকে। বাড়ি ফেরার পর হরিহর নিশ্চিন্দিপুর ছেড়ে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। তারা সব গোছগাছ করে রেলওয়ে স্টেশনে যায়। ট্রেন ছাড়লে তারা ট্রেনে উঠে এবং তাদের সুখ-দুঃখের সকল স্মৃতি চিরকালের মতো পেছনে রেখে যায়।

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

সমগ্র উপন্যাসটি তিনটি খণ্ড ও মোট পঁয়ত্রিশটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত।

খণ্ড তিনটি যথাক্রমে 'বল্লালী বালাই' (পরিচ্ছেদ ১-৬; ইন্দির ঠাকরুনের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে),

'আম-আঁটির ভেঁপু' (পরিচ্ছেদ ৭-২৯; অপু-দুর্গার একসাথে বেড়ে ওঠা, চঞ্চল শৈশব, দুর্গার মৃত্যু, অপুর সপরিবারে কাশীযাত্রা চিত্রিত হয়েছে)

ও 'অক্রূর সংবাদ' (পরিচ্ছেদ ৩০-৩৫; অপুদের কাশীজীবন, হরিহরের মৃত্যু, সর্বজয়ার কাজের জন্য কাশীত্যাগ এবং পরিশেষে নিশ্চিন্দিপুরে ফিরে আসার কাহিনী বর্ণিত হয়েছে)।

VICTORS
-BCS, BANK & MORE

এত মৃত্যুর ভিড়ে যে তিনটি চরিত্রের মৃত্যু অনুরাগী পাঠককে ভাবিয়ে তোলে তাঁরা হলেন 'বল্লালী বালাই' অধ্যায়ের ইন্দির ঠাকরুন, 'আম আঁটির ভেঁপু' অধ্যায়ের দুর্গা ও সবশেষে 'অক্রূর সংবাদ' অধ্যায়ের হরিহর।

''পথের পাঁচালী'' উপন্যাসের প্রথম যে চরিত্রের মৃত্যু আমাদের মনে দাগ কাটে তিনি হলেন 'বল্লালী বালাই' অধ্যায়ের ইন্দির ঠাকরুন। ''পঁচাত্তর বৎসরের বৃদ্ধা, গাল তোবড়াইয়া গিয়াছে, মাজা ঈষৎ ভাঙিয়া শরীর সামনে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, দূরের জিনিস আগের মত চোখে ঠাহর হয় না'' [১১] কিন্তু দুঃখের বিষয় এহেন অসহায় বৃদ্ধার শেষ কালটি কেটেছিল অত্যন্ত দুঃখ কষ্টে। বিশেষত শেষ বয়সে সর্বজয়ার অকথ্য নির্যাতন ও গঞ্জনা সহ্য করতে হয়েছিল তাঁকে; অথচ একসময় সর্বজয়ার স্বামী হরিহরকে কোলে-পিঠে মানুষ করার মতো কঠিন দায় সামলেছিলেন। বয়সের ভারে জরাজীর্ণ এবং খাদ্যাভাব জনিত অপুষ্টিতে ভোগা বৃদ্ধার জীবনে নেমে এলো চরম পরিণতি; মৃত্যু ঘটলো পথের ধারে চরম অবহেলার মধ্যে। তাঁর এই মৃত্যু দৃশ্যে বর্ণনার মধ্যে কোন রব ছিলনা; না ছিল কোন সুদৃঢ় বিলাপ। সময় বয়ে যায়, সমাজের পরিবর্তন ঘটে, সঙ্গে জন্ম নেয় নতুন সংস্কার রীতিনীতি, অপমৃত্যু ঘটে সাবেকি ধারার। ইন্দির ঠাকরুনের মৃত্যুতে ঔপন্যাসিক উক্ত দিকটি ইঙ্গিত করে বলেছেন- ''ইন্দির ঠাকরুনের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চিন্দিপুর গ্রামে সেকালের অবসান হইয়া গেল।'' [১২] এপ্রসঙ্গে মনে পড়ে তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়ের ''হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'' উপন্যাসের বাঁশবনে ঘেরা আলো-আঁধারির মধ্যে ডুবে থাকা বাঁশবাদি গ্রামের আদ্যিকালের কাহার বুড়ি সুচাঁদের কথা। যিনি দুলে দুলে হাঁসুলী বাঁকের উপকথা শোনাতেন আর গভীর বেদনায় উচ্চারণ করতেন; তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই এ উপকথার শেষ। ইন্দির ঠাকরুনের সঙ্গে কাহার বুড়ি সুচাঁদের এই জায়গায় ভারী মিল অনুভূত হয়।

-BCS,BANK & MORE

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

'আম আঁটির ভেঁপু' অধ্যায়ের অন্যতম কেন্দ্রীয় চরিত্র দুর্গা; উপন্যাসের অষ্টম পরিচ্ছেদে লেখক জানিয়েছেন- ''দুর্গার বয়স দশ এগার বৎসর হইল। গড়ন পাতলা পাতলা, রং অপুর মতো অতটা ফর্সা নয়, একটু চাপা। হাতে কাচের চুড়ি, পরণে ময়লা কাপড়, মাথায় চুল রুক্ষ . . . অপুর মতো চোখগুলি বেশ ডাগর ডাগর।''[১৩] 'পথের পাঁচালী'-তে দুর্গার ছয় থেকে ষোলো- এই দশ বছরের জীবন ইতিহাস লিপিবদ্ধ। তার মৃত্যুর সময় অপুর বয়স দশ বৎসর। অপু দুর্গার সর্বক্ষণের সঙ্গী। তার সঙ্গে থেকেই অপুর প্রথম প্রকৃতিকে দেখা ও চেনা। মেয়ের এই দুরন্তপনা সর্বজয়া পছন্দ করে না। দুর্গা সকালবেলা বেরিয়ে বাড়ি ফেরে সেই দুপুরে। পাড়ায় কোথায় কোন ঝোপে বৈঁচি পেকেছে, কোথায় কখন পাকা আতা, ঝুনো নারকেল পড়ে থাকে, কাদের কোন গাছে আম পাকে- সবই তার জানা। ঝড়ের সময় আম কুড়নোয় তার জুড়ি পাওয়া ভার। উপন্যাসে দুর্গার এই স্বভাবের জন্য মায়ের কাছে বুকনিও খেতে হয়েছে অনেক। একবার দুর্গাকে মারার সময় সর্বজয়া বলেছিলেন- ''বালাই আপদ চুকে যাক- একেবারে ছাতিমতলায় দিয়ে আসি।''[১৪] ছাতিমতলায় গ্রামের শ্মশান। সর্বজয়ার কথা-ই সত্য হল। অদ্ভুত কাকতালীয় ভাবে ম্যালেরিয়া জ্বরে দুর্গা চিরস্থান পেল ঐ ছাতিমতলাতেই। রেলগাড়ি দেখার ভারি সাধ ছিল দুর্গার। একবার ভাইকে নিয়ে রেলগাড়ি দেখতে গিয়ে বিপদেও পড়েছিল। রোগ শয্যায় অপুকে সেই সাধটির কথা জানায় সে- ''আমায় একদিন তুই রেলগাড়ি দেখাবি?''[১৫] প্রাণ-চপল এই বালিকার মৃত্যু প্রসঙ্গে বিভূতিভূষণ বলেছেন- ''আকাশের নীল আস্তরণ ভেদ করিয়া মাঝে মাঝে অনন্তের হাতছানি আসে- পৃথিবীর বুক থেকে ছেলেমেয়েরা চঞ্চল হইয়া ছুটিয়া গিয়া অনন্ত নীলিমার মধ্যে ডুবিয়া নিজেদের হারাইয়া ফেলে- পরিচিত ও গতানুগতিক পথের বহুদূরপারে কোন পথহীন পথে- দুর্গার অশান্ত, চঞ্চল প্রাণের বেলায় জীবনের সেই সর্বাপেক্ষা বড় অজানার ডাক আসিয়া পৌঁছিয়াছে !''[১৬] আকাশ এবং তার নীলিমা যেমন অনন্ত, অপরিবর্তনশীল ও চিরন্তন; এর যেমন সীমা নেই; তেমনি না আছে কোন ধ্বংস-সৃষ্টি; এক কথায় তা অবিনশ্বর। ঔপন্যাসিক এই ভাবনার মধ্য দিয়ে আমাদের মনে মৃত্যুর ঘাট পেরিয়ে অমৃতের চিরন্তন তীর্থে ডাক আসার সংবাদ দিয়ে আশ্বস্ত করেছেন। এপ্রসঙ্গে সুতপা ভট্টাচার্যের 'কথা সাহিত্যের একলা পথিক : বিভূতিভূষণ' গ্রন্থের কিছু অংশ উদ্ধৃত করা হল- ''মৃত্যুর করুণ রসে ভারাতুর করে তোলেনি আখ্যান; বরং মৃত্যুর যতি জীবনের গতিকেই অবারিত করে দিয়েছে বার বার।''[১৭] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যেমন মৃত্যুর অভয় রূপ ও আত্মার অবিনশ্বরতায় বিশ্বাসী হয়ে লিখেছেন-

> ''আমার সকল হৃদয় উধাও হবে তারার মাঝে
> যেখানে ওই আঁধার বীণার আলো বাজে।''[১৮]

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

'পথের পাঁচালী'-র অন্তর্গত 'বল্লালী বালাই', 'আম আঁটির ভেঁপু' ও 'অক্রূর সংবাদ'- শীর্ষনামাঙ্কিত তিনটি অধ্যায়ের তিনটি বৃত্ত রচিত হয়েছে। তিনটি বৃত্তের কেন্দ্রে আছে তিনটি জীবন ও পরিণামে মৃত্যু। ইন্দির ঠাকরুনের জীবন বলয় নিয়ে 'বল্লালী বালাই'; 'আম আঁটির ভেঁপু' দুর্গার জীবন বলয় এবং হরিহরের কাশীবাসের জীবন নিয়ে 'অক্রূর সংবাদ'। এই বৃত্তগুলির মধ্য দিয়ে আবর্তিত বিবর্তিত হয়েছে অপুর জীবন রেখা। ইন্দির ঠাকরুনের মৃত্যু এমনকি দুর্গার মৃত্যুতেও অপু কিন্তু মুক্ত জীবনের আনন্দের আস্বাদ পায়নি। তাই নিশ্চিন্দিপুর ত্যাগের সময় বারবার তার দিদির অন্তিম বাসনার কথা মনে পড়তে থাকে 'অপু সেরে উঠলে আমায় একদিন রেলগাড়ি দেখাবি?'[২১] তখনও পর্যন্ত বালক অপুর কাছে মৃত্যু সম্পর্কে তেমন কোন বোধের-ই জন্ম হয়নি। তাই তার চেতনা পুরোপুরি পার্থিব জগতকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। জীবন মরণ শুধু আবর্তন মাত্র। কোন কিছুই ধ্বংস হয় না, কেবল রূপান্তরিত হয়- এই বোধের জাগরণ ঘটলে তবেই মৃত্যুতে মুক্তির আস্বাদ পাওয়া যায়। ঋষি অরবিন্দের ভাষায়; ''জড়ের চেতনার পূর্ণতার ও প্রগতির প্রয়োজনবোধ উন্মেষের জন্য মৃত্যু এক অত্যাবশ্যক উপায় স্বরূপ।''[২২] পিতা হরিহরের মৃত্যুতে 'জড়ের চেতনার পূর্ণতার ও প্রগতির' বোধ কিছুটা জাগরণ ঘটেছে। এই বোধের জাগরণ ঘটার ফলস্বরূপ পিতার মৃত্যুতে বার বার তার মনে প্রতিধ্বনিত হতে থাকে পুরাণের অংশবিশেষ-

''কালে বর্ষতু পর্জন্যং পৃথিবী শস্যশালিনী . . .
লোকা সন্তু নিরাময়া . . . .''[২৩]

(মেঘ বর্ষিত হয়, পৃথিবী শস্যশালিনী হয় . . . ফলে মানুষেরা ভালো থাকে . . .)

পৃথিবীতে ষড়ঋতু যেমন চক্রাকারে বার বার ঘুরে আসে নিত্য নতুন রূপে, তেমনি মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আত্মার একস্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তর ঘটে নিত্য নতুন ভাবে। আসলে জগত ও জীবনকে খন্ড ভাবে দেখলে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে সবই ক্ষণস্থায়ী এবং নশ্বর; কিন্তু অখন্ড দৃষ্টিভঙ্গিতে জগত-জীবন-মৃত্যু সবই স্বাভাবিক, চিরন্তন; কোন কিছুর ধ্বংস হয় না, শুধু অবস্থার পরিবর্তন ঘটেমাত্র। পদার্থ বিজ্ঞানও আমাদের জানিয়েছে সবকিছুই শক্তির রূপভেদ মাত্র।

ধ্বংস না থাকলে সৃষ্টি হয় না; তেমনি সুখ-দুঃখও একে অপরের পরিপূরক। দুঃখের মধ্য দিয়েই সৌন্দর্যের আবির্ভাব ঘটে। রবীন্দ্রনাথের গানের ভাষায়-

''আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু, বিরহদহন লাগে।
তবুও শান্তি, তবু আনন্দ, তবু অনন্ত জাগে।।

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

কেবল ‘পথের পাঁচালী’ই নয়, তাঁর প্রায় সব লেখাই আগ্রহের সঙ্গে গ্রহণ করেছেন পাঠকেরা। যাপিত জীবনের জঠরযন্ত্রণা, দুই চোখে দেখা বিচিত্র ঘটনা, অর্জিত অভিজ্ঞতা—সবই মুখ থেকে কাগজে-কলমে স্থানান্তর করে গেছেন তিনি। তাই তো আজও একইভাবে সব শ্রেণির পাঠকের কাছে তিনি সমাদৃত।

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

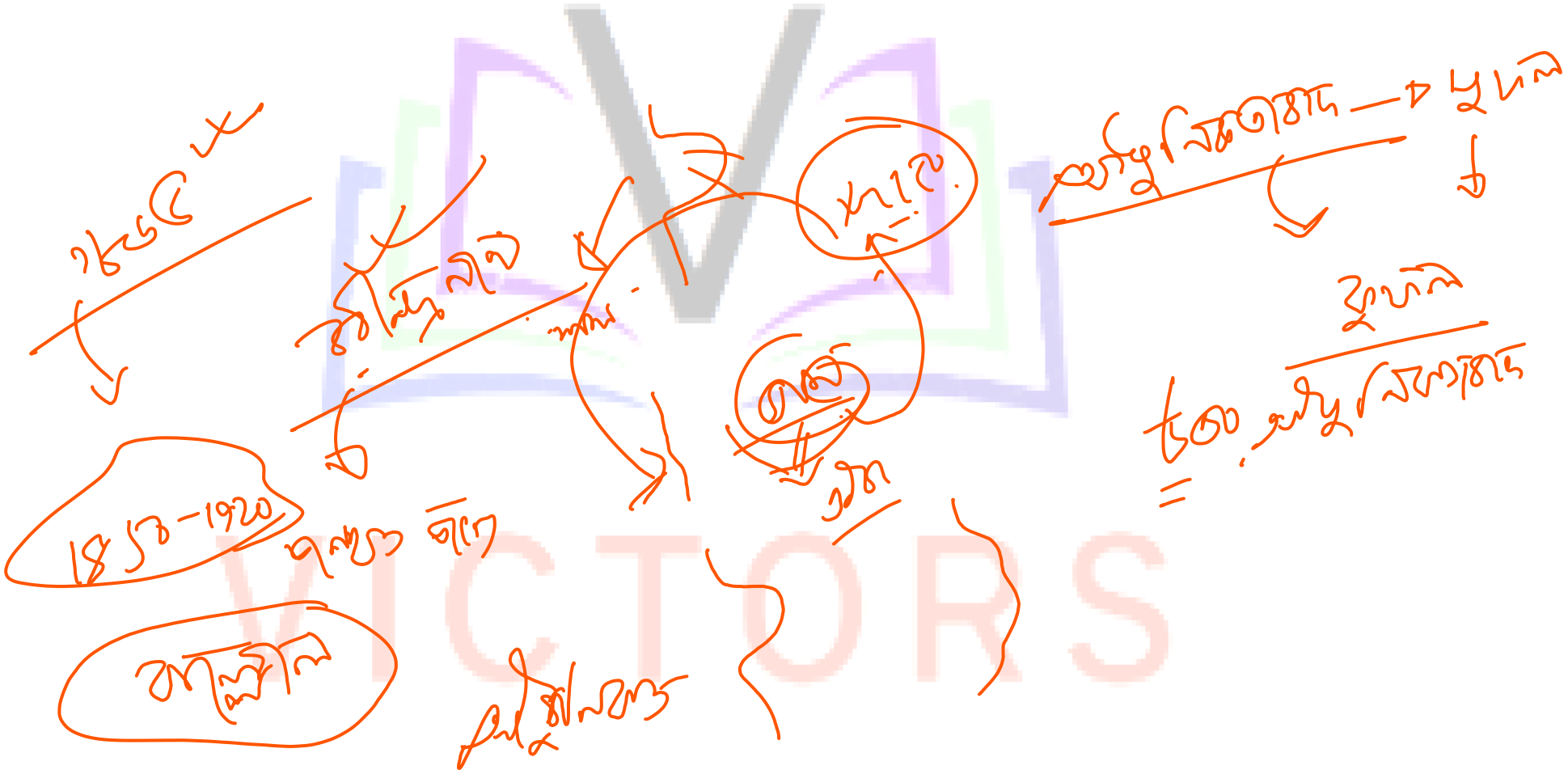

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়:

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিরুদ্ধে ত্রিশোত্তর সাহিত্যিকদের অভিযোগ ছিল যে তিনি রোমান্টিক, সাহিত্যে কেবল সুন্দরের সাধক। কল্লোল যুগের সাহিত্যিকদের অবস্থান ছিল বিশ শতকীয় আধুনিকতার পাটাতনে। যেখানে প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালীন ক্লেদ, গ্লানি, হতাশা, অবক্ষয় আর অনিকেত-চেতনার বিস্তারে সুন্দর ও অসুন্দর—সবই আরাধ্য হয়ে উঠেছিল। রোমান্টিকতার বদলে অ্যান্টিরোমান্টিকতারই ছিল জয়জয়কার।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একুশ বছর বয়সের (১৯২৯) রচনা হিসেবে স্বীকৃত *দিবারাত্রির কাব্য* আর ওই বছরই প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের *শেষের কবিতা* উপন্যাস দুটি পাশাপাশি রেখে পাঠ করলেই রোমান্টিকতা আর অ্যান্টিরোমান্টিকতার ব্যবধানটি স্পষ্ট হবে। অমিত-লাবণ্য ও হেরম্ব-আনন্দের প্রণয়ের ভাষা, পরিণামের ভাষ্যই এর প্রমাণ। বড় প্রমাণ প্রণয়ের স্থায়িত্বসংক্রান্ত হেরম্বের উক্তিতে। জন্মজন্মান্তরব্যাপী প্রেমের টিকে থাকা নিয়ে রোমান্টিকদের ভাবোচ্ছ্বাসময় চিন্তার বিপরীতে 'প্রেম কত দিন বাঁচে?' আনন্দের এমন জিজ্ঞাসার উত্তরে হেরম্ব বলেছিল, 'এক দিন, এক সপ্তাহ, বড়জোর এক মাস'। প্রণয়ের জন্ম-মৃত্যু নিয়ে এরূপ ভাবনার সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের পাঠকদের পরিচয় ছিল না। প্রথম রচিত উপন্যাসেই মানিক পাঠককে বিশ শতকীয় আধুনিকতার সঙ্গে পরিচিত করে তুললেন।

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

শুধু ওই একটি বিষয় নয়, বাংলা কথাশিল্পের ইতিহাসে বিশ শতকীয় আধুনিকতার সব অনুষঙ্গকে ধারণ করেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় হয়ে উঠেছেন স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত। এই আধুনিকতার প্রধান দুই উপাদান—ফ্রয়েডের মনস্তাত্ত্বিক আবিষ্কারগুলো ও মার্ক্সীয় সমাজতত্ত্ব—তাঁর সাহিত্যকে বিপুলভাবে সমৃদ্ধ ও রসমণ্ডিত করেছে। মনোবিশ্লেষণ ও সমাজবিশ্লেষণের অতি সূক্ষ্ম নিবিড়তায় ও সমন্বয় সাধনে যে নৈপুণ্য তিনি দেখিয়েছেন, তা পরবর্তী প্রজন্মের কথাশিল্পীদের কাছে অনুসরণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছে। এ কারণেই রবীন্দ্রোত্তর যুগে উত্তর প্রজন্মের ওপর প্রভাব বিস্তারের ক্ষেত্রে কবিতায় যেমন জীবনানন্দ, তেমনি কথাশিল্পে মানিকের নাম অগ্রগণ্য।

এ প্রসঙ্গেই স্মরণীয় মানিকের আরেকটি প্রায়-অনালোচিত বৈশিষ্ট্য। সেটি হলো, উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে তাঁর অবস্থান। ব্রিটিশ উপনিবেশবাদী প্রকল্পে আমরা কেন্দ্র ও প্রান্তের বৈপরীত্য সৃষ্টির সচেতন প্রয়াস লক্ষ করি। কেন্দ্রকে সমৃদ্ধ ও আলোকিত করে প্রান্তকে অবহেলার মাধ্যমে অনালোকিত রেখে কেন্দ্রের প্রতি প্রান্তের আকর্ষণ অব্যাহত রাখার উপনিবেশবাদী প্রকল্পের উত্তম দৃষ্টান্ত এই বাংলা ও ভারতবর্ষ।

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বাস্তববাদী লেখক। তাঁর লেখায় ফ্রয়েডের লিবিডো তত্ত্ব ও মার্কসবাদের প্রভাব লক্ষ্য করার মতো বিষয়। লিবিডো তত্ত্ব হচ্ছে যৌনতার ক্রমবিবর্তন সম্পর্কিত সিগমুন্ড ফ্রয়েডের এক তত্ত্ব। এই তত্ত্বের মূল কথাটি হচ্ছে সর্বরতিবাদ। এই তত্ত্বানুসারে শৈশবের সব ইচ্ছে ও আচরণই যৌনতাভিত্তিক। ফ্রয়েডীয় তত্ত্ব ব্যক্তিকেন্দ্রিক প্রবৃত্তিমূলক মনস্তত্ত্ব। এ তত্ত্ব মানব শরীরের অভ্যন্তরীণ ক্রিয়াকলাপের সাথে মানবমনের বিশ্লেষণ সম্পর্কিত। ফ্রয়েড ধারণা করতেন এ তত্ত্ব দিয়ে সমাজ ও মানুষের জীবনের সবকিছু ব্যাখ্যা করা সম্ভব।

ফ্রয়েডীয় মনস্তাত্ত্বিক আবিষ্কারগুলোর ধারায় মানিকের মানবমন বিশ্লেষণের যে আগ্রহ তাঁর কথাশিল্পকে আকর্ষণীয় ও বৈচিত্র্যময় করেছে, সেখানেও মানিকের সৃজনধর্মী স্বাতন্ত্র্য লক্ষণীয়। মানুষের সব আকাঙ্ক্ষা, উদ্যম ও উৎসাহ-আনন্দের মূলে লিবিডোর কার্যকরতা বা নিয়ন্ত্রক শক্তির ভূমিকা নিয়ে ফ্রয়েডীয় চিন্তার সঙ্গে মানিকের জীবন-মন বিশ্লেষণের ধারা সর্বদা সাযুজ্য রক্ষায় ব্যাপৃত থাকেনি। বরং ফ্রয়েডের লিবিডো-তত্ত্ব মানিক-সাহিত্যের ক্ষীণ অংশেই সহজলভ্য এবং সেসব অংশের বিশ্লেষণেও আবার ফ্রয়েড সর্বমান্যতা পাননি। অর্থাৎ লিবিডো-তত্ত্বের সর্বজনীনতা ওই সব অংশেও পুরোপুরিভাবে স্বীকৃত হয়নি।

'প্রাগৈতিহাসিক' গল্পের কথাই যদি ধরি, তাহলেই বুঝব, ভিখু চরিত্র সমগ্র মানবসমাজের প্রতিনিধি হতে

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

পারে না। মনোবিকারের কারণ হিসেবে লিবিডোর বাইরে বহুবিধ শারীরিক, মানসিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক সংকট মানিক-সাহিত্যে রূপায়িত হয়েছে বাস্তবোচিতভাবেই।

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

মার্কসের মতে, জীবন্ত আবেগের জন্ম হয় যুগ যুগান্তরের ক্রিয়া থেকে। সব শিল্পকলা, শিক্ষা, দৈনন্দিন সামাজিকতা এই আবেগকে মানুষের জৈব সত্তার অভ্যন্তর থেকে বের করে আনে, এর লক্ষকোটি প্রকাশকে পরিচালিত করে, আকৃতি দেয়। ব্যক্তির ভেতরকার এই শক্তিকে সামগ্রিক সমাজ পরিচালিত করে। কোনো একজন ব্যক্তি, বিশেষজ্ঞ, রসায়নবিদ অথবা কোনো দৈবশক্তি এ কাজ করতে পারে না। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এই বক্তব্যকে মেনেছিলেন বলেই নিজেকে ১৯৪৪ সালে মার্কসবাদী হিসেবে ঘোষণা দিতে পেরেছিলেন। আমরা যদি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দর্পন' উপন্যাসটি নিয়ে আলোচনা করি দেখতে পাবো এতে ফ্রয়েডীয় ভাবধারার উপস্থিতি রয়েছে। মানিকের লেখা যখন ফ্রয়েডীয় ভাবধারা থেকে মার্কসবাদের দিকে যাচ্ছে 'দর্পন' সে সময়ের উপন্যাস। এই উপন্যাসে ফুটে ওঠেছে কলকাতা মহানগরীর উচ্চবিত্তের পাশাপাশি বস্তির মানুষের অবরুদ্ধ ভেতরকার মনের ও বাইরের মনের সম্পর্কের গতিধারা। এছাড়া শোষণ ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে গ্রামের চাষি ও অন্যান্য নিম্ন শ্রেণির মানুষের তখনকার ব্যর্থ অভ্যুত্থান।

'ইতিকথার পরের কথা' উপন্যাসে শ্রেণিসংগ্রামের প্রশ্নটি জোরালোভাবে এসেছে। এখানে নরনারীর লুকোনো মনের চাওয়া শুধু যে গুরুত্ব পেয়েছে তা নয়, উপন্যাসের সৌন্দর্যকে শিল্পরূপকে সমৃদ্ধ করেছে। এই উপন্যাসের 'শুভ' চরিত্রটি যদি আমরা উল্লেখ করি দেখবো, বিলাত ফেরত শুভ দেশের মৌল কাঠামো বদলাতে চায়। সে শিল্পায়ন চায় যার প্রচণ্ড বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদ। আসলে জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তির

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

উপায় এটি। সে শহরের মোহ কাটিয়ে গ্রাম এলাকায় কারখানা স্থাপন করেছে এবং কৃষক ও শ্রমিকের ঐক্য স্থাপনের আয়োজন করেছে।

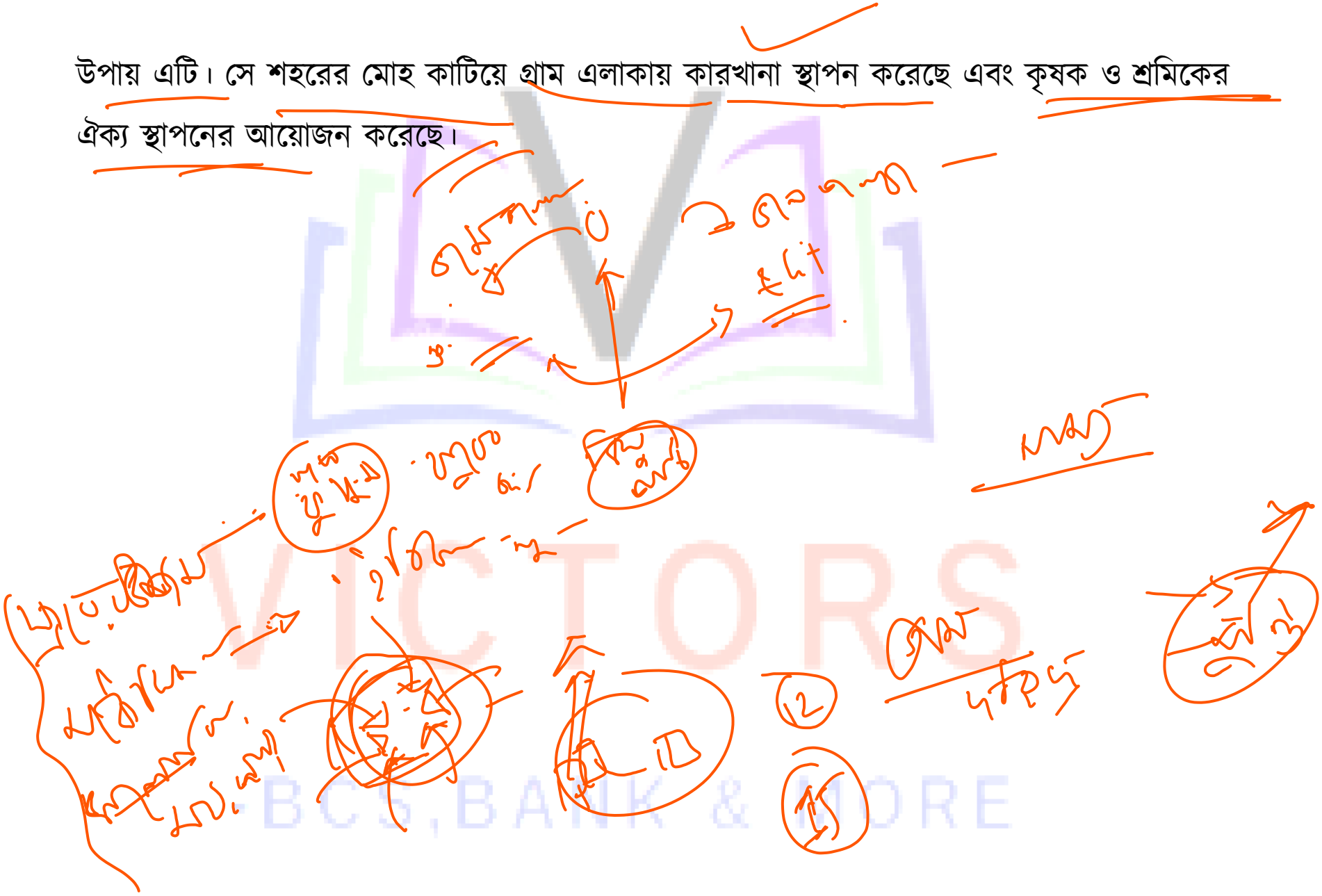

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন ত্রিশোত্তর বাংলা কথাসাহিত্যের একজন শক্তিমান লেখক। স্নাতক শ্রেণিতে অধ্যয়নের সময় বিচিত্রা পত্রিকায় তাঁর প্রথম গল্প 'অতসী মামী' (১৯২৮) প্রকাশিত হলে পাঠক মহলে আলোড়নের সৃষ্টি হয়। পরে নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের ফলে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি একজন প্রতিষ্ঠিত লেখকের মর্যাদা লাভ করেন। বিশ শতকের তিরিশের দশকে রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র ধারার বিরোধিতা করে যে কল্লোল গোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটে, সেই গোষ্ঠীর লেখক হিসেবে মানিকের স্বতন্ত্র পরিচয় গড়ে ওঠে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় জীবনের প্রথম পর্বে মনোবিজ্ঞানী ফ্রয়েড, ইয়ুং, অ্যাডলার প্রমুখ দ্বারা প্রভাবিত হলেও পরবর্তী সময়ে তিনি মার্কসবাদে দীক্ষা নেন। ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সক্রিয় সদস্য হন এবং আমৃত্যু এই দলের কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ফ্যাসিবাদবিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘের সঙ্গে তিনি জড়িত ছিলেন। সাহিত্যের মাধ্যমে মার্ক্সের শ্রেণিসংগ্রামতত্ত্বের বিশ্লেষণ এবং মানুষের মনোরহস্যের জটিলতা উন্মোচনে তিনি ছিলেন একজন দক্ষশিল্পী। শহরের পাশাপাশি গ্রামজীবনের দ্বন্দ্বসঙ্কুল পটভূমিও তাঁর উপন্যাস ও গল্পে গুরুত্ব পেয়েছে। অর্ধশতাধিক উপন্যাস ও দুশো চবিবশটি গল্প তিনি রচনা করেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গন্থ: উপন্যাস জননী (১৯৩৫), দিবারাত্রির কাব্য (১৯৩৫), পদ্মানদীর মাঝি (১৯৩৬), পুতুলনাচের ইতিকথা (১৯৩৬), শহরতলী (১৯৪০-৪১), চিহ্ন (১৯৪৭), চতুষ্কোণ (১৯৪৮), সার্বজনীন (১৯৫২), আরোগ্য (১৯৫৩) প্রভৃতি; আর ছোটগল্প অতসী মামী ও অন্যান্য গল্প (১৯৩৫), প্রাগৈতিহাসিক (১৯৩৭), সরীসৃপ (১৯৩৯), সমুদ্রের স্বাদ (১৯৪৩), হলুদ পোড়া (১৯৪৫), আজ কাল পরশুর গল্প (১৯৪৬), মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প (১৯৫০), ফেরিওয়ালা (১৯৫৩) ইত্যাদি।

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

VICTORS
-BCS,BANK & MORE
VICTORS
-BCS,BANK & MORE

পদ্মানদীর মাঝি

জেলেপাড়ারর মাঝি ও জেলেদের জীবনের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না-অভাব-অভিযোগ - যা কিনা প্রকৃতিগতভাবে সেই জীবনধারায় অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ তা এখানে বিশ্বস্ততার সাথে চিত্রিত হয়েছে। তাদের প্রতিটি দিন কাটে দীনহীন অসহায় আর ক্ষুধা-দারিদ্র্যের সাথে লড়াই করে। দুবেলা দুমুঠো খেয়ে-পরে বেঁচে থাকাটাই যেন তাদের জীবনের পরম আরাধ্য।

কুবের উপন্যাসটির কেন্দ্রীয় চরিত্র কুবের। কুবের এ উপন্যাসের নায়কও। সংসারের অভাব-দারিদ্র্য ও দুঃখ-বেদনাদগ্ধ কুবের এক দিকে যেমন তার সংসারের অভিভাবক, তেমনি সে চিরপঙ্গু মালার স্বামী, অন্য দিকে সে তার সন্তানদের স্নেহময় পিতা। শহর থেকে দূরে পদ্মানদীর তীরে অবস্থিত অজগ্রাম কেতুপুরের সে বাসিন্দা। পদ্মা নদীর সে এক পাকা মাঝি। সে নদীতে তার অন্যান্য সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে মাছ ধরে, বিশেষত ইলিশ মাছ ধরে সে জীবন ও জীবিকা নির্বাহ করে।

একেবারে নিম্নবিত্ত ও নিম্নতম পর্যায়ের মানুষ কুবের। সহজ সরল হওয়ায় তাকে অনেকেই ঠকায়। তার মাঝেও আছে স্বাভাবিক দোষগুণ ও কামনা-বাসনা। তাছাড়া তার আছে একটি রোমান্টিক মন। সে তার স্ত্রী মালার বোন কপিলার প্রতি আদিম আকর্ষণ অনুভব করে। এই কুবের একসময় ঘটি ও টাকা চুরির অভিযোগে অভিযুক্ত হয়ে জেল খাটার ভয়ে হোসেন মিয়ার কাছে অসহায়ভাবে

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

আত্মসমর্পণ করে। এক অসংস্কৃত, আদিম ও নিষিদ্ধ ভালোবাসার প্রতি আকৃষ্ট কুবের কপিলাকে নিয়ে চিরকালের জন্য চলে যায় হোসেন মিয়ার ময়নাদ্বীপে। পেছনে রেখে যায় তার সমস্ত অতীত জীবন আর পঙ্গু, অসহায় মালা ও তার সন্তান সন্ততিদের।

কপিলা এ উপন্যাসের নায়িকা কপিলা। ব্যক্তিগত পরিচয়ে সে মালার বোন, সাংসারিক পরিচয়ে সে এক জনের স্ত্রী। মালার মত সে পঙ্গু নয়। পুরুষের হৃদয়ে আদিম আবেদন সৃষ্টিকারী কপিলা কুবেরের সাথে যেন উদাসীনভাবে প্রেমের অভিনয় করে যায়। তার স্বামীর সাথে বনিবনা না হওয়ায় সে বাপের বাড়িতে চলে আসে। বন্যার সময় সে কিছুদিন থাকে কেতুপুরে কুবেরে বাড়িতে।

কপিলা চতুর, চপল ও উপস্থিত বুদ্ধিসম্পন্ন এক যুবতী। তার আচরণের মধ্যে কিছুটা আদিম ও অসংস্কৃত মনেরও পরিচয় লক্ষণীয়। যা সমাজের চোখে অনেকটাই নিন্দনীয়। কপিলার সতীন মারা গেলে তার স্বামী তাকে আবার নিতে এলে কপিলা অনুগত স্ত্রীর মতো তার সাথে আবার আকুর-টাকুর চলে যায়। এতে তার সংসার ও বিষয়বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু কুবের যখন চুরির দায় এড়াতে হোসেন মিয়ার ময়নাদ্বীপে যেতে মনস্ত করে, তখন কপিলা তার অতীত জীবনের সবকিছু ফেলে সেই যাত্রায় কুবেরে চিরসাথী হয়।

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

হোসেন মিয়া 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসের রহস্যময় অথচ গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রধান চরিত্র হোসেন মিয়া। নোয়াখালীর এই লোকটি বহুদর্শী ও বহু অভিজ্ঞ এক ব্যক্তি। কেতুপুর এলাকায় প্রথমে তাকে দীনহীন ও কপর্দকসশূন্য এক ব্যক্তিরূপে দেখা গিয়েছিল।

নোয়াখালী সন্দ্বীপ থেকে সুদূর পূর্ব-দক্ষিণে সমুদ্রের বুকে হোসেন মিয়া একটি দ্বীপের পত্তন নিয়েছিল। বিভিন্ন এলাকার দরিদ্র মানুষদের নিয়ে নানা উপকারের মধ্য দিয়ে সে সেই এলাকা থেকে লোকজন নিয়ে ময়নাদ্বীপে লোকবসতি গড়ে তুলেছিল। এই ময়না দ্বীপকে ঘিরেই হোসেন মিয়ার সব স্বপ্ন। সেখানে সে এমন একটা জনসমাজ গড়ে তুলতে চায়, যেখানে দলমত ও ধর্মমত নির্বিশেষে সমস্ত মানুষ একটা মানিবীয় মূল্যবোধসসম্পন্ন সমাজ গড়ে তুলবে। মনুষ্যত্ব ও মানবতাই হবে সে সমাজের প্রধান ভিত্তি।

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

পুতুলনাচের ইতিকথা

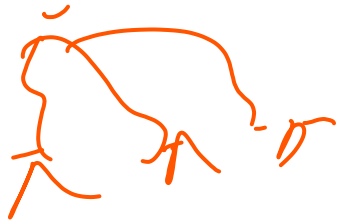

শশী এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র। সদ্য ডাক্তারি পাস করে সে গ্রামে আসে বাবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ভিন্নতর সংস্কৃতি কিংবা সহজ ভাষায় উন্নত জীবনের সন্ধানে বেরিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে। কিন্তু শেষমেশ সে আর প্রথাগত জীবনের বাইরে যেতে পারে না।

গ্রামীণ জীবনের প্রতিবেশ-পরিবেশের বৈচিত্র্য আর বাস্তবতার ডালপালা এমনভাবে তাকে আঁকড়ে ধরে যা ছিঁড়ে বের হওয়া শশীবাবুদের সামর্থ্যের বাইরে।

কুসুম এ উপন্যাসের নায়িকা। তার পরিচয় হলো সে তেইশ বছর বয়সি বাঁজা মেয়ে, উপন্যাসের এক চরিত্র পরাণ-এর স্ত্রী, রহস্যময়ী এবং বিচিত্ররূপিনী নারী। তার খামখেয়ালীপনা, খাপছাড়া প্রকৃতি তাকে রহস্যময়ী করে তুলেছে।

শশীর জন্য তার 'উম্মাদ ভালোবাসা' এই উপন্যাসের শিক্ষগত সৌন্দর্য। কুসুমের স্ফুট-অস্ফুট প্রেম শেষ পর্যন্ত অন্য রূপ নেয়, অন্য মাত্রা নেয়। 'চপল রহস্যময়ী নারী, জীবনীশক্তিতে ভরপুর, অদম্য অধ্যবসায়ী কুসুম জীবনরহস্যের দূত। শশী যখন তাকে ডাকে, তখন কুসুম বলে "কাকে ডাকছেন ছোটবাবু?

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

যাদব পণ্ডিত ধার্মিক ও অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি হিসেবে গ্রামের মানুষের কাছে পরিচিত। অন্ধবিশ্বাসের ফাঁদে মানুষকে আটকে রেখে সে নিজের স্বার্থসিদ্ধি করতে জানে।

"সামনের রথের দিন যাদব পন্ডিত মারা যাবে।" - এই কথা চারিদিকে ছড়িয়ে যাওয়ার পর পন্ডিতমশাইকে দেখতে পাশের গ্রামগুলো থেকে মানুষের ঢল নামে। রথের দিন ঠিকই যাদব পন্ডিত ও তার স্ত্রী পাগলদিদি মৃত্যুবরণ করেন।

[৩]

এছাড়াও এতে বিন্দু, নন্দ, কুমুদ, মতি, জয়া, বনবিহারী, নন্দলাল, যামিনী কবিরাজ ও সেনদিদির মতো নানা- রকম বাস্তব চরিত্রকে জীবনের নানা স্তর থেকে উঠিয়ে এনেছেন লেখক।

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

জননী

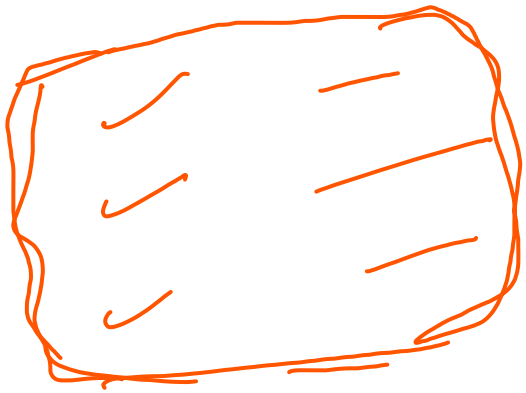

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

VICTORS
-BCS,BANK & MORE
VICTORS
-BCS,BANK & MORE

শওকত ওসমান

বাংলাদেশের উপন্যাসের বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকগত নিরীক্ষায় সবচেয়ে উৎসাহী লেখক বোধকরি শওকত ওসমান। তিনি বাংলাদেশের উপন্যাসকে কেবল বিষয়বৈচিত্র্যেই ঋদ্ধ করেননি, আঙ্গিক নিরীক্ষায়ও করেছেন সমৃদ্ধ। শওকত ওসমানের উপন্যাস চর্চা শুরু হয় গ্রামীণ জীবনের পটভূমি— 'বনি আদম' এবং 'জননী'তে বৃহত্তর জীবনের রস-রহস্য উন্মোচনের মধ্য দিয়ে। ১৯৭১ সালে বাঙালিদের জীবনে ঘটে যায় এক হৃদয়বিদারক ঘটনা। বর্বর পাকিস্তানি বাহিনীর আক্রমণ যখন দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে, তখন সঙ্গত কারণেই শওকত ওসমান উপন্যাসের বিষয়বস্তু হিসেবে বেছে নেন মুক্তিযুদ্ধ।

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

ক্রীতদাসের হাসি বাংলাদেশী কথাসাহিত্যিক শওকত ওসমান রচিত উপন্যাস। ১৯৬১ সালে রচিত উপন্যাসটি প্রথম ১৯৬২ সালে প্রকাশিত হয়।[১] পরবর্তীকালে ২০১৫ সালে সময় প্রকাশন কর্তৃক প্রকাশিত হয়।

১৯৫৮ সালে জেনারেল আইয়ুব খানের সামরিক শাসন পাকিস্তানকে বর্বর স্বৈরশাসনের যাঁতাকলে আবদ্ধ করলো। এ সময় সব ধরনের-বাক স্বাধীনতা হরণ করা হয়েছিল।[২] তৎকালীন পাকিস্থানের স্বৈরশাসক আইয়ুব খানের শাসন ব্যবস্থাকে ব্যঙ্গ করে এ উপন্যাস রচিত হয়।[*তথ্যসূত্র প্রয়োজন*] এ উপন্যাসের মূল চরিত্র তাতারী। গণতান্ত্রিক চেতনাকে ভয় পায় স্বৈরাচারী শাসক। এই চেতনাকে দমন করার জন্যই আবার নেমে আসে সামরিক শাসন তবুও লেখকের প্রতিবাদ স্তব্ধ থাকেনি। রূপকের মধ্য দিয়ে তীব্র হয়ে উঠেছে এই প্রতিবাদ। প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছে শওকত ওসমানের 'ক্রীতদাসের হাসি'র তাতারী। খলিফা হারুনর রশীদ কোনো কিছুর বিনিময়েই তাতারীর হাসি শুনতে পান না। খলিফার নির্দেশে হাসার চেয়ে মৃত্যুকে শ্রেয় মনে করেছে তাতারী।[৩]

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

‘জাহান্নম হইতে বিদায়’ শওকত ওসমানের শিল্পীসত্ত্বার তৃতীয় পর্বের রচনা এবং প্রত্যক্ষ ঘটনার উপর ভিত্তি করে রচিত মুক্তিযুদ্ধের প্রথম উপন্যাস। মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক এই উপন্যাসের কলেবর ছোট হলেও কাহিনীর গাঁথুনি ছিল প্রবল। সেই সময় সত্যিকার অর্থেই দেশ জাহান্নম হয়ে উঠেছিল। পাকিস্তানি সৈন্য ও তাদের সহায়তাকারী আধা-সামরিক বাহিনী কর্তৃক গণহত্যা, উচ্ছেদ ও ধর্ষণের ঘটনা ঘটতে থাকে। রাজধানী ঢাকায় অপারেশন সার্চলাইট ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গণহত্যাসহ একাধিক গণহত্যা সংঘটিত হয়। বাঙালি ও উর্দুভাষী জনগোষ্ঠীর মধ্যে দাঙ্গার সূত্রপাত ঘটে। গ্রামের পর গ্রাম পুড়িয়ে দেয়া হয়। অগণিত মানুষের সলিল সমাধি ঘটতে থাকে। লাশের বহর দেখে মানুষ দিগ্বিদিক পালাতে শুরু করে। কিন্তু কোথায় পালাবে? পুরো দেশটাই যে জাহান্নম হয়ে আছে।

জাহান্নম হইতে বিদায়’ উপন্যাসে ঔপন্যাসিক শওকত ওসমান শব্দ চয়ন ও ভাষা প্রয়োগের ক্ষেত্রে অত্যন্ত দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তার আগের উপন্যাসগুলোর ভাষা থেকে এ উপন্যাসের ভাষা কিছুটা ভিন্ন। বিষয় যা দাবি করে, সে অনুসারে এখানে তিনি ভাষা ব্যবহার করেছেন। সাহিত্যের ক্ষেত্রে জীবনের কারও সঙ্গে আপোস করেননি তিনি। সমাজের করুণ চিত্র সমকালীন বাস্তবতায় তুলে ধরেছেন। ঘটনার বর্ণনায় বিশেষ ভাবের উদয় ঘটেছে। ব্যবহার করা হয়েছে আরবি-ফারসি ও প্রচলিত-অপ্রচলিত নানা শব্দ। কখনো ঔপন্যাসিক আঞ্চলিক শব্দ ব্যবহার করেছেন। কাহিনীর চিত্রায়ন করেছেন সুকৌশলে। যেমন,

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

"নদীর টলটলে জলের উপর ভাসতে ভাসতে দুই চোখ লংস্পটে ছড়িয়ে দিলে যদ্দুর তাকাও, বাংলাদেশের আকাশ, হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে।"

শিল্পসাহিত্য বিচারে নামকরণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ঔপন্যাসিক এক্ষেত্রে মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। পাকিস্তানিদের অত্যাচারে নরক যন্ত্রণা থেকে বেরিয়ে যেতে লেখকের প্রয়াসের কারণেই এরূপ নামকরণ। সেই সময়ে এই ভূখণ্ডের পরিস্থিতি সম্পর্কে বোঝাতে নৌকার মাঝির প্রতি গাজী রহমানের উক্তিটিই যথেষ্ট। যেখানে তিনি বলছেন,

"জোরে চালাও, আরও জোরে, জোরে চালাও, তোমার নৌকা হাঁটে না কেন?... দেখছ না চারিদিকে দোজখ। অগ্নিকুণ্ড দাউ দাউ জ্বলছে... এই নরক থেকে আমি বাইরে যেতে চাই...।"

রচনার গুণ ও আঙ্গিক বিশ্লেষণে হয়তো অনেক কিছুই উঠে আসবে। কিন্তু মুক্তিকামী বাঙালির স্বাধীনতা সংগ্রামের দিনগুলোর দৃশ্যপট চিত্রায়নেই এ উপন্যাস সার্থক।

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

VICTORS
-BCS,BANK & MORE
VICTORS
-BCS,BANK & MORE